Global Alliance for
Disaster Risk Reduction & Resilience
in the Education Sector

শিশুকেন্দ্রিক ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক গবেষণা থেকে কর্ম বিবরণী

নগরকেন্দ্রিক বন্যায় দুর্যোগ-পরবর্তী শিক্ষার ধারাবাহিকতা

গুইসেপে ফোরিনো[১] এবং জেসন ভন মেডিং[১]
[১]নিউক্যাসেল ইউনিভার্সিটি, নিউক্যাসেল, অস্ট্রেলিয়া

পরিকল্পিত উদ্দেশ্যের বিবরণী

এই গবেষণা থেকে কর্ম বিবরণী সিরিজ শিশুকেন্দ্রিক ঝুঁকিহ্রাস (সি সি আর আর), জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন, এবং স্কুল-নিরাপত্তা ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের জন্য বিভিন্ন একাডেমিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রচনার একটি সার-সংক্ষেপ।

এই বিবরণীর উদ্দেশ্য হলো যে সমস্ত এলাকা নগরকেন্দ্রিক বন্যায় আক্রান্ত হয়, সেসব এলাকায় দুর্যোগ–পরবর্তী শিক্ষাগত ধারাবাহিকতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের জন্য এবিষয়ে বিভিন্ন গবেষণাপ্রাপ্ত ফলাফলের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা। গবেষণা থেকে কর্মবিবরণী সিরিজের সবগুলো বিবরণী পেতে এখানে ক্লিক করুনঃ http://www.ga-drrres.net.

লক্ষণীয় বিষয়সমূহঃ

১। শিশু ও সকল মানুষের একটি অন্যতম অধিকার শিক্ষা। টেকসই লক্ষ্য অর্জন ও কার্যকরী দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কৌশল গ্রহণের জন্য সকল শিশু ও যুবদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২। শিক্ষাক্ষেত্রের ওপর, বিশেষ করে স্কুল ভবন ও অবকাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো, এবং সেই সাথে ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির উপর নগরকেন্দ্রিক বন্যার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। উক্ত প্রভাবসমূহ মিলিতভাবে – স্বল্প ও দীর্ঘকালীন – উভয়ভাবে শিক্ষার ধারাবাহিকতার বিঘ্ন ঘটায়, যা অবশ্যই পরীক্ষিত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে কমিয়ে আনতে হবে।

৩। বন্যার ঝুঁকি মোকাবেলায় ব্যক্তি, কমিউনিটি, ও প্রতিষ্ঠানসমুহকে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করা আবশ্যক। বিভিন্ন গবেষণার তথ্যপ্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, বন্যায় (এবং অন্যান্য আপদে) আক্রান্ত মানুষেরা নিষ্ক্রিয় ও অসহায় নয়, বরং তারা এক একজন সক্রিয় সাড়া প্রদানকারী ও পরিবর্তনের দূত হিসাবে ভূমিকা রাখে।

৪। বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার ধারাবাহিকতাকে বাধাগ্রস্ত অথবা বাধাহীন করতে পারে। বিভিন্ন লিটারেচার প্রক্রিয়াগত ও নীতিমালা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোতে অগ্রাধিকার দেয়া উচিৎ সে বিষয়ে নির্দেশ করে এবং সুস্পষ্ট সম্পর্ক, যোগাযোগ ও ধারাবাহিকতার ওপর জোর দেয়।

৫। শিক্ষা ধারাবাহিকতার উন্নয়নে যারা কাজ করে, তাদের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচ্যঃ

- স্কুলকেন্দ্রিক স্টেকহোল্ডারদের উপর নগরকেন্দ্রিক বন্যার প্রভাবসমূহ একাধিক ও বিভিন্ন;
- আক্রান্ত জনগণ অসহায় নয় এবং তাদের সামর্থ্যই শিক্ষার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে পারে;
- কিছু মূল প্রক্রিয়াগত ও নীতিমালাগত দিক রয়েছে যা জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য বৃদ্ধি করে;
- কর্মকাঠামো অনেক ক্ষেত্রেই দরকারি;
- দৈনন্দিন বিপদাপন্নতা দূর করা অত্যাবশ্যক।

রচনায়ঃ সেভ দ্যা চিলড্রেন এবং রিস্ক ফ্রন্টিয়ার্স, সহায়তায়ঃ সি অ্যান্ড এ ফাউন্ডেশন এবং সি অ্যান্ড এ

শব্দকোষ

শব্দ	সংজ্ঞা
প্রভাব	বন্যার কারণে মানবিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি ও অন্যান্য ফলাফল
শিক্ষার ধারাবাহিকতা	নীতিমালা, কার্যক্রম, ও পরিকল্পনার সম্মিলিত একটি প্রক্রিয়া যা স্কুলের কর্মকাণ্ড ও শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করে
স্টেকহোল্ডার	ব্যক্তি ও দল যারা স্কুল শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত এবং যারা বন্যা-পরবর্তী শিক্ষার ধারাবাহিকতায় অবদান রাখতে পারে
বিপদাপন্নতা	ব্যক্তি বা দলের বৈশিষ্ট্য ও অবস্থান যা তাদের আপদজনিত কোন ঘটনার পূর্বানুমান, মোকাবেলা, প্রতিহত ও কাটিয়ে ওঠার করার সামর্থ্যকে প্রভাবিত করে
অভিযোজন ক্ষমতা	ব্যক্তি বা দলের এককভাবে ও সম্মিলিতভাবে আপদজনিত ঘটনার মোকাবেলা করা, সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতিসমূহ কমিয়ে আনা, বিদ্যমান ও নতুন নতুন সুযোগের সদ্ব্যবহার, বা আপদ–পরবর্তী সমস্যাগুলো কার্যকরীভাবে মোকাবেলা করা

শিক্ষার ধারাবাহিকতাঃ বাস্তবায়নকারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা

বাড়তি আয়ের সম্ভাবনা ও বিভিন্ন সেবার কাছাকাছি থাকার সুযোগ অধিকাংশ মানুষকে শহরে বাস করার প্রতি আকৃষ্ট করে। তবে এই সুবিধাগুলো দরিদ্র ও বিপদাপন্ন মানুষদের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ করে দেয় না (Bartlett, 2008)। বিশেষ করে, নগরকেন্দ্রিক বস্তিগুলোতে বসবাসরত মানুষদের বিভিন্ন ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হয় একাধিক কারণে; যেমন, সুপেয় পানির দীর্ঘস্থায়ী ও প্রকট অভাব, কার্যকর পয়ঃনিষ্কাষণ সুবিধার অভাব, বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত স্থানের অভাব, নিরাপদ ও টেকসই গৃহের অভাব এবং তার নিরাপদ ভোগদখলের সুযোগের অভাব (জমি দখল ও তা ব্যবহারের অধিকার) (Brown and Dodman, 2014; Chatterjee, 2015; Satterthwaite and Bartlett, 2017)।

উক্ত অবস্থাসমূহ নাগরিক জনজীবনে, বিশেষ করে শিশু ও যুবদের উপর, নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। শহর এলাকায় বসবাসরত বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ শিশু ও যুব এবং তারা অসমানুপাতিকভাবে প্রাকৃতিক আপদসহ অন্যান্য ঝুঁকির সম্মুখীন হয় (Cadag et al., 2017)। যেহেতু শিশু ও যুবরাই তাদের কমিউনিটির ভবিষ্যৎ গড়তে সক্ষম, তাদের মতামত শোনা ও তাদেরকে সমর্থন দেয়া আমাদের জন্য জরুরি, (Amri et al., 2017)। বিদ্যালয়কে "শুধুমাত্র" ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের স্থান হিসেবে বিবেচনা না করে এর প্রতীকী, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যকে স্বীকৃতি দেয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ (Wisner et al., 2004)।

শিশু ও যুব, বিশেষ করে যারা ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় বসবাস করে, তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার চাবিকাঠি হল শিক্ষাক্ষেত্র (Wisner et al., 2004; Sakurai et al., 2017)। শিশু ও যুবদের বিদ্যালয়ে নিরাপদ বোধ করা এবং সেখানে তাদের লেখাপড়া ও সামাজিকতার জন্য একটি আনন্দময়

পরিবেশ থাকা উচিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বন্যাসহ অন্যান্য নগরকেন্দ্রিক দুর্যোগে বিদ্যালয় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে কিংবা তা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হয়।

বন্যা-পরবর্তী সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা আহত বা অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা তারা ক্লাসে আসতে পারে না। অধিক দরিদ্র পরিবারগুলো অস্বাভাবিকভাবে মানসিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা উপকরণ এবং বাসস্থান-সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়, এবং প্রায়ই ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের পড়ালেখা বাদ দিয়ে কর্মসংস্থানে সময় দিতে হয় অথবা ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে হয় (Save the Children Australia, 2016; Cadag et al., 2017)। এই সমস্ত চ্যালেঞ্জসহ অন্যান্য চ্যালেঞ্জ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট গবেষণার অভাবের কারণে নগরকেন্দ্রিক বন্যা পরিস্থিতিতে স্কুলকেন্দ্রিক শিক্ষার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা সৃষ্টির কাজ এখনও অব্যহত রয়েছে।

শিশু ও যুবদের উপর নগরকেন্দ্রিক বন্যার প্রভাব

শিশু ও যুবদের বিকাশ যেহেতু চলমান, সুতরাং প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শারীরিক ও মানসিকভাবে বিভিন্ন আপদের ঝুঁকি মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা কম (Bartlett, 2008)। শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে যে সমস্ত এলাকায় শিশু ও যুবরা দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে, এবং বাসস্থান, ভুমি ব্যবহার, পানীয় জল ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসেবা এবং জরুরি সেবার মতো মৌলিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার মধ্যে বসবাস করে, তাদের উপরোক্ত বিষয়টি আরো বেশি প্রযোজ্য (Chatterjee, 2015)। সঠিক সুরক্ষা ও যত্নের অভাবে শহরাঞ্চলে কোন কোন শিশু ও যুবরা বৈষম্য, শোষণ ও সহিংসতার শিকার হয় এবং সেই সাথে তারা সুরক্ষা, শিক্ষা ও চিকিৎসা সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়। এই সমস্ত কারণ তাদের ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিযোগাযোগের গুণাবলী বিকাশে বাধা দেয় (Brown and Dodman, 2014; Chattrjee, 2015)।

এই সহস্রাব্দের শুরু থেকে এশিয়া মহাদেশে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী ঝড় ও বন্যা স্কুল পর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে। নিম্নের ছকে এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরন দেয়া হলোঃ

বছর	দেশ	শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভাব
২০০৪	ক্যামবোডিয়া	আটটি প্রদেশে ১০০০-২০০০ স্কুলে ১ মিলিয়ন ছাত্রছাত্রী
২০০৪	বাংলাদেশ	সাইক্লোন সিডরঃ >১২৫০ স্কুল ভবন ধ্বংস হয় এবং >২৪,০০০ ক্ষতিগ্রস্থ
২০০৭	বাংলাদেশ	>৬০০০ স্কুল ক্ষতিগ্রস্থ
২০১১	থাইল্যান্ড	ব্যাংককে >২৬০০ স্কুল ক্ষতিগ্রস্থ হয় > ১৬৬ মিলিয়ন ইউএস ডলারের ক্ষতি। ক্ষতিগ্রস্থ >৫৩০০,০০ ছাত্রছাত্রী এবং >২১,০০০ শিক্ষক-শিক্ষিকা
২০১৩	বাংলাদেশ	গ্রীষ্মপ্রধান ঝড় মহাসেনঃ ১৭১ স্কুল ধ্বংস হয়, >১০০০ ক্ষতিগ্রস্থ
২০১৫	ইন্দোনেশিয়া	৩৭৩ বন্যা
২০১৬	ভিয়েতনাম	কোয়াং বিন এর ৭০ শতাংশ স্কুল প্লাবিত, >১০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের ক্ষতি

২০১৭	বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল	মৌসুমি বর্ষণঃ বাংলাদেশে ৩২ জেলায় ৪০০০ স্কুল প্লাবিত হয়ে ৩ মিলিয়ন শিশু আক্রান্ত। ১৬৯৩ স্কুল অস্থায়ী শেল্টার হিসাবে ব্যবহৃত।

(UNISDR, 2008: Save the Children, 2016)

শিক্ষার সুযোগ একটি মৌলিক মানবাধিকার (European Court of Human Rights, Council of Europe, 1950, Article 2), এবং সেই সাথে একটি শিশু অধিকার (Wisner et al., 2004)। জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ২য় লক্ষ্যমাত্রা শিক্ষার সুযোগকে একটি অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে[১]। সাম্প্রতিককালে, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৪র্থ লক্ষ্যমাত্রায় সকলের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রচারণা এবং দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষাকে টেকসই লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে[২]।

তথাপি শিক্ষা কার্যক্রম বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক এবং মানব-সৃষ্ট আপদের কারণে হুমকির সম্মুখীন হয় (Save the Children Australia, 2016)। দুর্যোগের প্রবণতা সম্পর্কিত গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ১৯৯৪-২০১৩ পর্যন্ত সর্বাধিক সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো বন্যা, যা সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের ৪৩ শতাংশ এবং আক্রান্ত মানুষের ৫৫ শতাংশ মানুষকে আক্রান্ত করেছে, যা মিলিতভাবে অন্য সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের থেকে বেশি। গুরুতর বন্যার হার সাম্প্রতিক সময়ে বেড়ে চলেছে, যা ১৯৯৪-২০০৩ সালে প্রতি বছর গড়ে ১২৩টি বন্যা থেকে বেড়ে ২০০৪-২০১৩ সালে প্রতি বছর গড়ে ১৭১টি বন্যায় এসে দাঁড়িয়েছে (CRED, 2015)। তীব্রতা ও ব্যাপকতার কারণে এই সকল ঘটনাবলী শিক্ষাক্ষেত্রে যে প্রভাবগুলো ফেলে তা হলোঃ ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা; স্কুল প্রাঙ্গণের কাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি; শিক্ষাখাতে বিনিয়োগের অর্থনৈতিক ক্ষতি; এবং ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষতি (নিম্নের টেবিল দেখুন)।

প্রভাব	কারণসমূহ
স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	• ছাত্রছাত্রী, পরিবার ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আহত হওয়া ও মৃত্যু • রোগ (যেমন, ডায়রিয়া, কলেরা, মশা-বাহিত রোগ) • সড়ক দুর্ঘটনা • ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন মাত্রার দীর্ঘমেয়াদি মানসিক আঘাত বা ট্রমা (বিষণ্নতা, স্নায়ুচাপ, আবেগপূর্ণ প্রকাশ, এবং মনের আবিষ্ট অবস্থা) • মৌলিক চাহিদার অভাব (যেমন, খাদ্য, পানীয় জল, ঔষধ)
স্কুল প্রাঙ্গণ	• ভবনের ক্ষতি ও ধ্বংস (ছাদ, মেঝে, দেয়াল) • অভ্যন্তরীন (যেমন, পায়খানা) এবং বাহ্যিক (যেমন, কুয়া, বাগান, গাছপালা, প্রাঙ্গণ, খেলার মাঠ) সুবিধার ক্ষতি ও অপ্রাপ্যতা • যাতায়াত ব্যবস্থার ক্ষতি • রাস্তাঘাটের ক্ষতি
অর্থনৈতিক	• আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের ধ্বংস • কর্মক্ষেত্র, বাজার ও জীবিকার ক্ষতি

[১] http://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml

	• পরিবারের আর্থিক বোঝা সৃষ্টি • পর্যাপ্ত ও সাশ্রয়ী বাসস্থানের অভাব • পরিবারের উৎখাত, অন্য স্থান/দেশে গমন এবং স্থানান্তর
শিক্ষাগত	• শিক্ষা প্রদান বন্ধ থাকা ও বিঘ্নিত হওয়া • কমিউনিটি আশ্রয়কেন্দ্র ও স্থানান্তর কেন্দ্র হিসাবে স্কুলের ব্যবহার • শিক্ষার সুযোগ হারানো • ঝরে পড়া শিক্ষার্থী • অনিয়মিত উপস্থিতি • গৃহে শিক্ষা পরিবেশের অভাব • লেখাপড়ায় মনযোগ কমে যাওয়া • শ্রেণী কার্যক্রমের সময় পরিবর্তন • স্কুল প্রাঙ্গণ স্থানান্তর

সূত্রঃ Picou and Marshall (2007), Alam et al (2010); Ochola et al. (2010); Chen and Lee (2012); Okum et al (2012); Tong et al (2012); Chang et al. (2013); Mudavanhu (2014); Cadag et al. (2017); Pazzi et al. (2016); Sakurai et al. (2017); Tipler et al. (2017).

সারা বিশ্বে বন্যার কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়, যার বেশীরভাগই কিছু প্রচলিত কারণে হয়ে থাকে, যেমন, স্কুল ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও স্কুল প্রাঙ্গণকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা। পাকিস্তান (Chang et al., 2012) এবং কেনিয়াসহ (Okum et al., 2012) বিভিন্ন দেশে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পিতামাতার হতাহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। রোগের প্রাদুর্ভাবও এসময় সাধারন ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

Alam et al. (2010) বাংলাদেশে শিক্ষার ধারাবাহিকতার ওপর বন্যার প্রভাব পরিমাপের একটি কাঠামো প্রদান করে এবং বন্যার প্রভাবসমূহকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে, যেমন, শিক্ষার সুযোগ (যেমন, ভবন ও অবকাঠামো), শিক্ষার মান (শিক্ষার উপকরণ) এবং অন্তর্ভুক্তি (লিঙ্গবৈষম্য সম্পর্কিত বিষয়)। তাঁদের মতে সার্বিকভাবে অবকাঠামোগত ক্ষতি বৃহত্তর সমাজকে দুর্বল করে দেয় এবং স্বল্প-তীব্রতাসম্পন্ন ও নিয়মিত আপদ, যেমন স্থানীয় বন্যা, সম্মিলিতভাবে স্কুলের ওপর সর্বোচ্চ প্রভাব ফেলে, এবং একইসাথে উচ্চ-প্রভাবসম্পন্ন আপদের ক্ষেত্রে বিপদাপন্নতা বৃদ্ধি করে। Cadag et al. (2017) এর ফিলিপাইনে ২০১০ এর গবেষণা, বন্যার কারণে স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া, ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রী এবং স্কুলকে জরুরি অবস্থায় আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহারের বিষয়ে উক্ত ফলাফল নিশ্চিত করে।

“শিক্ষার সুযোগ একটি মৌলিক মানবাধিকার... তথাপি শিক্ষা কার্যক্রম বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক এবং মানব-সৃষ্ট আপদের কারণে হুমকির সম্মুখীন হয়...”

বন্যা শিক্ষা কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করেঃ

- স্কুল ভবন ক্ষতি করার মাধ্যমে
- অব কাঠামো ক্ষতি করার মাধ্যমে
- স্কুল প্রাঙ্গণকে সাময়িক আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহারের মাধ্যমে
- ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ও পিতামাতার নিহত ও আহত হওয়ার মাধ্যমে
- শিক্ষা উপকরণের ক্ষতি ও ধ্বংসের মাধ্যমে
- রোগের প্রাদুর্ভাবের মাধ্যমে

Cadag et al. (2017) তাঁদের গবেষণায় দেখতে পায়, ম্যানিলাতে বার বার সংঘটিত বন্যার ঘটনা স্কুল ও যাতায়াত ব্যবস্থার ক্ষতির মাধ্যমে, ছাত্রছাত্রীদের ঘরে থাকতে বাধ্য করার মাধ্যমে এবং শিক্ষার উপকরণ ধ্বংসের মাধ্যমে শিক্ষার ধারাবাহিকতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। স্কুলকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহারের কারণে, বিশেষ করে এই ব্যবহার যখন অপরিকল্পিতভাবে ও সীমাহীনভাবে করা হয়, শিক্ষার ধারাবাহিকতা ব্যহত হয় – এই তথ্যও নিয়মিতভাবে বিভিন্ন গবেষণায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (Save the Children, 2016)।

শিক্ষার ধারাবাহিকতা সমর্থনকারী কাঠামোসমূহ

হিয়োগো কর্মকাঠামোতে (২০০৫-২০১৫) দুর্যোগ ঝুঁকি পরিমাপ, দুর্যোগ প্রস্তুতি কর্মসূচীসহ স্কুলের ওপর আপদের প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য অন্যান্য কর্মকাণ্ডসমুহকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে[৩] । সেনডাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কাঠামোতে (এস এফ ডি আর আর) ২০১৫-২০৩০ উক্ত ফলাফলসমূহের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, যাতে স্কুলকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কাঠামোগত, অকাঠামোগত ও কার্যভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি প্রতিরোধ ও হ্রাস পদ্ধতি বাস্তবায়নের আহবান জানানো হয়েছে[৪]।

সার্বিক স্কুল নিরাপত্তা কাঠামো (GADRRRES, 2017) আন্তর্জাতিক কমিউনিটির স্কুলের নিরাপত্তা-সম্পর্কিত লক্ষ্যসমূহকে সমর্থন করে। Worldwide Initiative for Safe Schools এর মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্র ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার মধ্যে সম্পর্ককে পাশাপাশি রেখে আন্তঃসরকারী, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বেসরকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নের বিষয়গুলো নির্দেশ করেঃ (১) নিরাপদ শিক্ষার সুবিধাদি, (২) স্কুল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এবং (৩) ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগ সহনশীলতা বিষয়ক শিক্ষা। এসকল উদ্যোগসমূহের সাথে একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থার জড়িত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অভিযোজন সামর্থ্যের গুরুত্ব

আপদ (বন্যাসহ) পরবর্তী পরিবর্তন ও এর প্রভাবের প্রতি প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্থানীয় কমিউনিটি তাদের অভিযোজনের উদ্দেশ্যে সর্বদা তাদের নিজস্ব কৌশল অবলম্বন করে থাকে। এই কৌশলগুলো হল, বাসস্থান, কর্মস্থানের মালামাল ও সম্পদ, পরিবারের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, এবং সেই সাথে শিশুদের পড়াশোনা রক্ষার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ (Cissé and Sèye, 2016)।

[৩] http://www.unisdr.org/files/1037_hyogoframeworkforactionenglish.pdf

কমিউনিটির মধ্যে কতটুকু সামাজিক পুঁজি রয়েছে তার উপর নির্ভর করে উক্ত পদক্ষেপগুলো ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। বন্যার সময়ে শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষায় ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস নীতিমালা, পরিকল্পনা ও বিভিন্ন মাত্রায় কার্যক্রম প্রসারের ক্ষেত্রে স্থানীয় কমিউনিটির কতখানি সামর্থ্য রয়েছে তার সম্পর্কে ধারণা লাভ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কমিউনিটি আপদের অসহায় শিকার নয় বরং সফল সাড়া প্রদানের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

"কমিউনিটি আপদের অসহায় শিকার নয়। তাদের শিক্ষা ধারাবাহিকতার প্রসার ও নিশ্চিতকরণে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রয়েছে..."

উক্ত সামর্থ্যসমূহ শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রাখে; উদাহারনস্বরূপ, দুর্যোগ প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রসারের মাধ্যমে, স্কুল স্টেকহোল্ডারদের মাঝে ঝুঁকি সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, এবং সেই সাথে স্থানীয় বিপদাপন্নতা হ্রাস অথবা বন্যা-পরবর্তী সময়ে শিশুদের সহায়তা প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণে কমিউনিটিকে সচল করার মাধ্যমে (Cadag et al, 2017)। কিন্তু বন্যা-পরবর্তী শিক্ষার ধারাবাহিকতা সংক্রান্ত গবেষণা বন্যার প্রভাবের উপর যতটা গুরুত্ব প্রদান করে, শিক্ষার ধারাবাহিকতার প্রসার ও নিশ্চিতকরণে অভিযোজন সামর্থ্যের ভূমিকার উপর ঠিক ততটা গুরুত্ব প্রদান করে না।

এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীদের অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করার দৃষ্টিভঙ্গিসহ অভিযোজন সামর্থ্যের উপর নজর দিতে হবে, এবং শুধুমাত্র স্কুলের পরিবেশের উপর বিশ্লেষণ সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহৎ পরিসরে স্কুল স্টেকহোল্ডারদের (যেমন, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মী ও পরিবার) অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সমর্থ হতে হবে (Cadag et al., 2017)। উদাহরনস্বরূপ, জিম্বাবুয়েতে একটি বন্যা-পরবর্তী সময়ে আক্রান্ত কমিউনিটি স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে একটি পায়ে হাঁটার সেতু নির্মাণ করে, যা স্কুল ও কমিউনিটির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে এবং বন্যাকালীন সময়ে শিশুদের স্কুলে যাতায়াত নিশ্চিত করে (Mudavanhu et al., 2015)।

ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশে দেখা গেছে স্কুল ও স্থানীয় কমিউনিটির মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ সমন্বয় বৃদ্ধি অপরিহার্য। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়, কমিউনিটি, এবং স্কুলের মধ্যে ঝুঁকি ও আপদ সম্পর্কিত পারস্পরিক জ্ঞান বিনিময় সম্ভব হয়, যা অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরকেও সুবিধা প্রদান করে (Oktari et al., 2017)। এছাড়া, স্কুল ও কমিউনিটির মধ্যে সচেতনতা, প্রস্তুতি এবং জরুরি ও নিরাপদ আচরণ বৃদ্ধি বন্যার সময় ও অন্যান্য আপদের ক্ষেত্রে (যেমন, আগুন) প্রাসঙ্গিক হিসেবে দেখা যায় (Cadag et al., 2017 for Manila; Chang et al., 2013 for Inidia; Tipler et al., 2017 for New Zealand)।

শিক্ষার ধারাবাহিকতায় সহায়তাকারী ও বাধাপ্রদানকারী

সক্রিয়করণ প্রক্রিয়া ও নীতি বাস্তবায়নমূলক কার্যের উপর লক্ষ্যস্থির করে কার্যক্রম নিরূপণ যেমন অপরিহার্য, ঠিক তেমনি যে সমস্ত কার্যক্রম শিক্ষার ধারাবাহিকতাকে পিছিয়ে দেয়, সেগুলোকে দমন করাও অত্যাবশ্যক। সংশ্লিষ্ট গবেষণাসমূহ এ সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্দেশ করে। প্রক্রিয়াগত ও নীতি ব্যবস্থা সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচী বৃদ্ধির পরামর্শ প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে ভবন, অবকাঠামো, সুশাসন, স্কুলকর্মী ও

যে সমস্ত বিষয় শিক্ষার ধারাবাহিকতা সমর্থন করেঃ

- স্কুল ধারাবাহিকতা পরিকল্পনা
- স্কুল স্টেকহোল্ডার ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস শিক্ষাক্ষেত্রের নীতিমালা সমুহে অন্তর্ভুক্তকরণ

পরিবেশের অবস্থা, এবং সেই সাথে স্কুলসমূহ, কমিউনিটি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ও তাদের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক (Alam et al., 2010; Tong et al., 2012; Cadag et al., 2017)।

কোন কোন গবেষণাকারী স্কুলসমূহের জন্য একটি চলতি ধারাবাহিকতা পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্বের কথা চিহ্নিত করেছেন, যা, উদাহরনস্বরূপ, গুরুত্বপূর্ণ স্কুল কার্যক্রমকে পুনর্বহাল করে, স্কুল কার্যক্রমের বাধাপ্রাপ্তির ব্যাপ্তি হ্রাস করে এবং সম্পদ রক্ষা করে (Ketterer and Price, 2007)। উক্ত পরিকল্পনায় শিশু ও যুবদের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে সম্পৃক্ত করতে হবে (Delicado et al., 2017, for Portugal)। সাম্প্রতিককালে, Cadag et al. (2017) ম্যানিলায় একটি স্বতঃস্ফূর্ত স্কুল কার্যক্রমের বিষয় প্রকাশ করে, যা পূর্ব সতর্কতা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়নের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে সফলতা অর্জন করেছে।

Alam et al. (2010) এর কাজেও স্কুলগুলোর স্টেকহোল্ডার ও সরকারের মধ্যে ও তাদের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন শক্তিশালীকরণের উপর লক্ষ্যস্থির করার বিষয়টি একইভাবে পাওয়া যায়। উভয় কাজেই শিক্ষার ধারাবাহিকতা গঠনের এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকারের এবং সেই সাথে বৃহত্তর কমিউনিটির গুরুত্বের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রের স্টেকহোল্ডাররা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে একটি বিভক্ত নীতি পরিবেশে কাজ করে, অথবা নির্দিষ্টভাবে শুধু নগরকেন্দ্রিক বন্যার ওপর কাজ করে না। অতএব, যেভাবে গবেষণায় দেখানো হয়েছে, তেমনভাবে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য (Cadag et al., 2017 for Malina; Alam et al., 2010 for Bangladesh; Mudavanhu, 2014 for Zimbabwe; Amri et al., 2017)। উক্ত গবেষকগন সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তিকরণকে সমর্থন করে এবং জাতীয় নির্দেশিকার ভিত্তিতে নির্দিষ্টভাবে স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের উপর জোর দেয়।

এ সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নকারীদের শুধুমাত্র ইতিবাচক বিষয়গুলোর উপর লক্ষ্য না দিয়ে সেই সাথে উন্নয়নের পথে অন্তরায় শক্তির বিপক্ষে কাজ করতে হবে। এতে অনেকক্ষেত্রেই নীতিমালা তৈরির জন্য এডভোকেসির কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকে যার মাধ্যমে কমিউনিটির দৈনন্দিন বিপদাপন্নতা হ্রাস পাবে (Cadag et al., 2017; Alam et al., 2010)। বন্যার প্রভাব অপরিবর্তনীয়ভাবে অসমতা ও কাঠামোগত অবিচার দ্বারা চালিত হয়, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মরত উন্নয়ন কর্মীগণ উক্ত বিষয়কে নীতি নির্ধারকদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য সবচেয়ে ভালো অবস্থানে থাকে।

কেস স্টাডি

২০১৭ সালের একটি গবেষণায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঢাকা, বাংলাদেশ, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড এবং ডং হই, ভিয়েতনামে প্রাইমারী, নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে নগরকেন্দ্রিক বন্যায় শিক্ষার ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করা হয়। উক্ত বিশ্লেষণ গবেষক, নীতি-নির্ধারক ও পেশাদার ব্যক্তিদের, যারা বন্যা-পরবর্তী শিক্ষার ধারাবাহিকতার উপর কাজ করে, তাদের স্কুলের অবকাঠামোগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক অবস্থার বিষয়ে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার দিকে নির্দেশ করে। গবেষকগণ যুক্তি অনুযায়ী, বিপদাপন্নতার সূক্ষ্ম ধারণা ও স্কুলের স্টেকহোল্ডারগণের সামর্থ্য অবশ্যই কৌশলগত অনুশীলনের মূল কেন্দ্রে থাকা প্রয়োজন।

গবেষণার মূল ফলাফলসমূহ নিম্নরূপঃ

সক্রিয়কারী পরিবেশ ও নীতিঃ স্কুল স্টেকহোল্ডার ও সরকারের মধ্যে ও তাদের অভ্যন্তরে যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধন শক্তিশালীকরণ; শিক্ষা নীতিমালায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস অন্তর্ভুক্তিকরণ; কমিউনিটির দৈনন্দিন বিপদাপন্নতা হ্রাসে পলিসি এডভোকেসি।

নিরাপদ স্কুল সুবিধাদিঃ নিচতলার মেঝের উচ্চতা ও অন্যান্য তলার উচ্চতা বাড়ানো; পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নতকরণ; শিক্ষা উপকরণ নিরাপদ সংরক্ষণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা; পূর্ব সতর্কতা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

স্কুল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাঃ পরিবারের নিরাপদ একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন; পরিবর্তনীয় শিক্ষা পঞ্জিকা অবলম্বন; পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণে সমন্বয় করা; প্রাথমিক-চিকিৎসা বাক্স প্রদান।

ঝুঁকিহ্রাস ও মোকাবেলা শিক্ষাঃ দুর্যোগ সচেতনতা, প্রস্তুতি ও নিরাপদ আচরণের প্রসার ঘটানো; স্কুল স্টেকহোল্ডার ও স্থানীয় কমিউনিটির অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

উপসংহার ও সুপারিশসমূহ

বিদ্যমান গবেষণা ও অন্যান্য প্রবন্ধগুলো স্কুল শিক্ষাব্যবস্থা ওপর নগরকেন্দ্রিক বন্যার প্রভাব বিশ্লেষণ করেছে, এবং শিক্ষার ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরণে অনুসরনযোগ্য নির্দেশিকা প্রদান করেছে। তবে এগুলো কিছুটা সময় দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং নির্দিষ্ট কিছু ধারণা বৃহত্তর পরিসরের গবেষণা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। স্কুল স্টেকহোল্ডারদের উপর নগরকেন্দ্রিক বন্যার প্রভাব প্রদর্শন করা হয়েছে যাতে তা ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ওপর প্রভাব; স্কুল অবকাঠামোর ওপর প্রভাব; শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগের ওপর প্রভাব; এবং ছাত্রছাত্রীদের ওপর শিক্ষার প্রভাব তুলে ধরতে পারে। উক্ত গবেষণা থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের উদাহরন এখানে আনা হয়েছে।

বেশীরভাগ গবেষণা জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জ্ঞানের মধ্যে আরো ভালোভাবে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেছে। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা ও কার্যক্রম উন্নয়নে মানবসম্পদ, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ ব্যবহারের গুরুত্ব অনেক ক্ষেত্রেই "অভিযোজন ক্ষমতা" বৃদ্ধি ঘটায়। এটি সেই সমস্ত গুণাবলী নির্দেশ করে, যে সমস্ত গুণাবলী সমাজ ধারণ করে এবং যা পরিবর্তিত অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে পারে। উক্ত গবেষণা ঝুঁকি সচেতনতা ও দুর্যোগ প্রস্তুতি পরিকল্পনার প্রণয়নের গুরুত্বের উপর জোর দেয়ার মাধ্যমে কাঠামোগত,

পেশাদার ব্যক্তিগণঃ

- যথাযথ ও পরীক্ষিত পদ্ধতি ব্যবহার করে শহর-কেন্দ্রিক বন্যার প্রভাব পরিমাপ করতে পারে
- শিক্ষাগত ধারাবাহিকতা উন্নয়নে আক্রান্ত জনগণ, কমিউনিটি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করতে পারে
- পলিসিসমূহ ব্যবহার করে কিভাবে অধিক শিক্ষাগত ধারাবাহিকতা অর্জন করা সম্ভব সে বিষয়ে স্কুল স্টেকহোল্ডারদের ধারণা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করতে পারে
- স্টেকহোল্ডারদের ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন কাঠামোর নীতিসমূহ, যেমন এস এফ ডি আর আর গ্রহণে উৎসাহিত করতে পারে
- সর্বোচ্চ বিপদাপন্ন দলের উপরারের জন্য পলিসি পরিবর্তনে এডভোকেসি করতে পারে

অকাঠামোগত এবং কার্যভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত ব্যবহারিক ও নীতি বিষয়ক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রসার ঘটায়।

এখন পর্যন্ত সমস্ত গবেষণা প্রবলভাবে শিশু ও পরিবারের সম্পদ ব্যবহারের সুবিধা, পরিবেশ, জীবিকা ও প্রতিদিনের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে তাদের দৈনন্দিন বিপদাপন্নতা হ্রাসের পক্ষে সমর্থন করে। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে অবদান রাখতে স্কুলসমূহ যে প্রাতিষ্ঠানিক, পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থায় অবস্থিত এবং যেভাবে ছাত্রছাত্রী, স্কুল কর্মচারী ও তাদের পরিবার বসবাস করে, তা গুরুত্বপূর্ণ।

স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করতে শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার উপর বন্যার প্রভাব আরও উন্নত পদ্ধতিতে নথিভুক্ত করতে হবে, যা তাদের স্থানীয় পর্যায়ে নগরকেন্দ্রিক বন্যা ও শিক্ষার ধারাবাহিকতা বিষয়ে আরো ভালোভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে। ভবিষ্যৎ গবেষণা ও চর্চা গবেষক, নীতি নির্ধারক, বাস্তবায়নকারী এবং স্থানীয় কমিউনিটির মধ্যে সংলাপ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

গবেষণা থেকে শিক্ষা এবং সেই শিক্ষাকে অনুশীলনে প্রয়োগের উপায়সমূহঃ

যে সমস্ত বাস্তবায়নকারী বন্যা-প্রবণ শহর এলাকায় কর্মরত, তাদের জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসহ সাম্প্রতিক জ্ঞান অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং লিটারেচার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল সেই বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করে। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিপ্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোর প্রসার ঘটানোর জন্য স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করে এমন পেশাদারদের জন্য এটি অপরিহার্য।

কমিউনিটির দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাসঙ্গিকীকরণের মাধ্যমে শিক্ষাগত ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরণে কার্যকরী সমাধানে পৌঁছানো আবশ্যক। অতএব, কৌশল বাস্তবায়নকালে স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, বহুমাত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা বসবাস ও পড়ালেখা করে, এদের মধ্যে যোগাযোগকে বিবেচনায় আনতে হবে।

উদীয়মান মূল শিক্ষাগুলো নিম্নরূপঃ

১। **স্কুল স্টেকহোল্ডারদের উপর নগরকেন্দ্রিক বন্যার প্রভাব অনেক ও বিভিন্ন।** এই প্রভাব হ্রাসের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নকারীদের যথাযথ পরিপ্রেক্ষিত ও প্রমাণিত পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রভাব পরিমাপ করা উচিত।

২। **আক্রান্ত মানুষ অসহায় নয় এবং তাদের সক্ষমতা শিক্ষার ধারাবাহিকতার জন্য অপরিহার্য।** দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যক্তি, কমিউনিটি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্যা প্রশমন ও প্রস্তুতির জন্য সামনের সারিতে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, পারদর্শিতা, জ্ঞান, নেটওয়ার্ক ও অভিজ্ঞতার অধিকারী। বাস্তবায়নকারীদের এই সমস্ত অত্যাবশ্যক অংশগ্রহণকারীদের সমর্থনে সঠিক কৌশল প্রণয়ন করা জরুরি।

৩। **প্রক্রিয়াগত ও নীতি সংক্রান্ত সক্রিয়কারী কিছু মূল কারণ রয়েছে।** শিক্ষার ধারাবাহিকতা বিভিন্ন প্রক্রিয়াগত ও নীতিমালার কার্যকারিতা ও অকার্যকারিতার মাধ্যমে সমর্থন করা যেতে পারে। স্কুল স্টেকহোল্ডারগণ কিভাবে এই সমস্ত কৌশল আরও অধিক ধারাবাহিকতার জন্য ব্যবহার করবে সে বিষয়ে তাদের ধারণা প্রদানে বাস্তবায়নকারীদের সহায়তা করা জরুরি।

৪। **মূল কাঠামোসমূহ দরকারি।** বাস্তবায়নকারীদের বিভিন্ন কাঠামোর নীতিসমূহ, যেমন এসএফডিআরআর এবং সার্বিক স্কুল নিরাপত্তা (সি এস এস) কে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে এবং স্টেকহোল্ডারদের এই সমস্ত নীতিসমূহ গ্রহণ করায় উৎসাহিত করা উচিত।

৫। **দৈনন্দিন বিপদাপন্নতা হ্রাস করা আবশ্যক।** বাস্তবায়নকারীগণ তাদের পদ ও মতামত প্রদানের ক্ষমতা সর্বোচ্চ বিপদাপন্ন ব্যক্তি, যারা লিঙ্গ, শ্রেণী, প্রতিবন্ধিতা ও জাতিবৈষম্যের শিকার, তাদের স্বার্থে নীতিমালা পরিবর্তনের এডভোকেসিতে ব্যবহার করতে পারে। এই সমস্ত বিষয় বন্যা-কালীন সময়ে বহু শিশু ও যুবদের আরও অধিক ঝুঁকির দিকে ঠেলে দেয়।

নগরের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা – এবং বিশেষ করে শিশু ও যুবদের – শিক্ষার ধারাবাহিকতা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কমিউনিটির সাথে নিযুক্ত হওয়া ও বিশেষ করে শিশু ও যুবদের বক্তব্য শোনা ও তাদের চাহিদা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করার মাধ্যমে নিরাপদ স্কুল ও অধিক শক্তিশালী শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভবপর হবে।

সমগ্র বিশ্বে কয়েক মিলিয়ন শিশু – বিশেষ করে যারা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল নিম্ন-আয়ের দেশগুলোতে বসবাস করে – সেই সমস্ত শহরের দারিদ্রতায় বসবাসরত শিশুদের জীবনযাপনের পরিবেশ উন্নয়নে অপর্যাপ্ত মনোযোগের কারণে তারা তাদের জীবন ও তার কল্যাণের হুমকি স্বরূপ অবস্থায়ই বসবাস করবে। জীবনযাপনের পরিবেশ বিষয়ক নীতিমালা ও অনুশীলনে যদি পর্যাপ্তভাবে মনোনিবেশ না করা হয়, তাহলে স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির অগ্রসরতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হবে না, এবং এর মাধ্যমে বিপদাপন্নতা বহুলাংশে বেড়ে যেতে পারে।

ফলো-আপ প্রশ্নাবলী

১। স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা ও স্টেকহোল্ডারদের উপর নগরকেন্দ্রিক বন্যার মূল প্রভাবসমূহ কি কি?

২। এই সমস্ত প্রভাব কিভাবে শিক্ষার ধারাবাহিকতাকে বাধাগ্রস্ত করে?

৩। স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা ও স্কুল স্টেকহোল্ডারদের কি কি অভিযোজন ক্ষমতা বর্তমান রয়েছে, এবং এদেরকে আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে?

৪। শিক্ষাক্ষেত্রে কিভাবে দুর্যোগ সচেতনতা, প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার উন্নয়ন করা যেতে পারে?

৫। বন্যা-পরবর্তী সময়ে স্কুল স্টেকহোল্ডারদের দৈনন্দিন বিপদাপন্নতা কিভাবে শিক্ষার ধারাবাহিকতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে?

পাঠ্যসমূহ

Alam, K, Saadi, S, Hossain, K, Rahman, K A, Hossain, M, Al Rashed, A, Azad, A ., Jasmeen, T., Neelim, A, Kabir, S, & Islam, T 2010, *Disaster resilient primary education in Bangladesh. Problems, priorities and actions for disaster risk management in primary education,* Final Study Report, Save the Children UK.

Amri, A, Haynes, K, Bird, D, & Ronan, K 2017, 'Bridging the divide between studies on disaster risk reduction education and child-centred disaster risk reduction: a critical review', *Children's Geographies*, vol. 16, no. 3, pp. 239-251.

Bartlett, S 2008, 'Climate change and urban children: impacts and implications for adaptation in low- and middle-income countries', *Environment and Urbanization*, vol. 20, no. 2, pp. 501-520.

Brown, D & Dodman, D 2014, *Understanding Children's risk and agency in urban areas and their implications for child-centred urban disaster risk reduction in Asia: Insights from Dhaka, Kathmandu, Manila and Jakarta*, International Institute for Environment and Development, http://pubs.iied.org/pdfs/10652IIED.pdf (Accessed 10 December 2017).

Cadag, J, Petal, M, Luna, E, Gaillard, JC, Pambid, L & Santos, G 2017, 'Hidden disasters: Recurrent flooding impacts on educational continuity in the Philippines', *International Journal of Disaster Risk Reduction*, vol. 25, pp. 72-81.

Chatterjee, S 2015, *Climate change risks and resilience in urban children in Asia, synthesis report for secondary cities: Da Nang, Khulna and Malolos*, International Institute for Environment and Development, http://pubs.iied.org/pdfs/10738IIED.pdf (Accessed 10 December 2017).

GADRRRES 2017, Comprehensive School Safety Framework, http://gadrrres.net/uploads/files/resources/CSS-Framework-2017.pdf (Accessed 05 January 2018).

Satterthwaite, D, & Bartlett, S 2017, 'Editorial: The full spectrum of risk in urban centres: changing perceptions, changing priorities', *Environment and Urbanization*, vol. 29, no. 1, pp. 3-14, http://pubs.iied.org/pdfs/10832IIED.pdf (Accessed 10 December 2017).

Save the Children Australia 2016, *No child left behind: Education in crisis in the Asia–Pacific region.*

গ্রন্থপঞ্জী

এই গবেষণায় উল্লেখিত সকল রেফারেন্সসহ অন্যান্য আরও অনেক রেফারেন্স শিশুকেন্দ্রিক ঝুঁকিহ্রাস (সি সি আর আর) এবং সার্বিক স্কুল নিরাপত্তা (সি এস এস) গ্রন্থপঞ্জীতে নিম্নের লিংক-এ পাওয়া যাবেঃ

https://www.zotero.org/groups/1857446/ccrr__css

Suggested citation: Forino, G. & Von Meding, J., (2018) *Child-Centred Research-into-Action Brief: Post-Disaster Educational Continuity in Urban Floods*, GADRRRES

© 2018 Global Alliance for Disaster Risk Reduction in the Education Sector
The complete series of case studies can be found at http://www.gadrrres.net/resources